জমে উঠেছে ই উ রো

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

এ লেখা যখন লিখছি, তখন শুধু পুল 'এ'-র সবগুলো খেলা শেষ হয়েছে। জানা গেছে, এই পুলের দুই কোয়ার্টার ফাইনালিস্টের নাম। অন্য তিনটি গ্রুপের ধাঁধা এখনো সমাধানহীন। পুল 'ডি'-র চেক রিপাবলিকের সঙ্গী পুল 'বি', 'সি', 'ডি'-র অন্য ৫টি দেশের নাম এখনো জানা যায়নি। এ লেখা যখন পাঠকের হাতে পৌঁছাবে, তখন সমাধান হবে পুল 'বি', 'সি'-র। ২৩ তারিখ রাতে পুল 'ডি'-র শেষ দু'টি খেলার মাধ্যমে যবনিকা ঘটবে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ডের। এই প্রতিবেদন এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত খেলাগুলোর ভিত্তিতে দলগুলোর শক্তি-দুর্বলতার একটি বিশ্লেষণ চিত্র। তারকা, নবীন তারকা, ফ্লপ তারকাদের নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

শুরু হোক পুল 'এ' দিয়ে। পর্তুগাল ছিল এই গ্রুপের নিশ্চিত ফেবারিট। অনায়াসে তারা পুল পর্বের বাধা পার করবে, এমন ধারণাই ছিল সবার। নিজ দেশে স্টেডিয়ামভর্তি দর্শক-সমর্থন নিয়ে এমন শক্তিশালী একটি দেশের কোয়ার্টার ফাইনালে না ওঠার কোনো কারণ নেই। সেটা তারা ঠিকই উঠেছে, কিন্তু স্পেনের কপাল পুড়িয়ে। শেষ ম্যাচে স্পেনকে ১-০ গোলে হারিয়ে তারা আদায় করে নেয় নকআউট রাউন্ডের টিকেট। স্পেনের বিপক্ষে পর্তুগালের জিততেই হতো। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পর্তুগিজরা ঠিকই জয় তুলে নেয়। তবে শেষ ম্যাচের আগে অবস্থা তাদের এতোটা জটিল হতো না, যদি না প্রথম ম্যাচে তারা ১-২ গোলে হেরে যেতো গ্রিসের কাছে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে এমন পরাজয়! স্বভাবতই স্কলারি বাহিনী চলে যায় ব্যাকফুটে। গোল্ডেন জেনারেশনের গোল্ডেন অপরচুনেটি বোধ হয় শেষ হয়ে গেলো- এমন আফসোস করেছিলেন সমর্থকরা। আশঙ্কা ঘিরে ধরেছিলে ফিগোদেরও। খড়্গ ঝুলছিল ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচ স্কলারির ওপরও। দ্বিতীয় ম্যাচে দলে আমূল পরিবর্তন আনলেন তিনি। ফার্নান্দো কুটো, রুই কস্তা, পাওলো ফেরেরাদের মতো অভিজ্ঞদের বাদ দিলেন। প্রথম একাদশে নিয়ে এলেন ডেকোকে। ফলও পেলেন। রাশিয়াকে সহজেই হারানোর পর শেষ ম্যাচে স্পেনকে হারিয়ে এখন তারা শিরোপা থেকে মাত্র ৩ ম্যাচ দূরে।

'চোকার' স্পেনের চিরকালীন সমস্যাই তাদের ডুবিয়েছে। বড় আসরের ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা

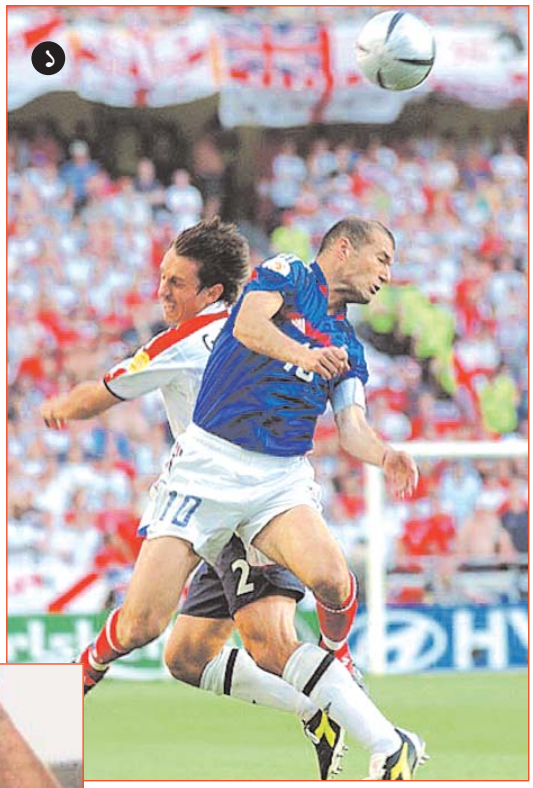

1. wR`vb †Lj‡Qb wR`v‡bi g‡ZvB, ewP‡q †i‡L‡Qb dv‡Ýi ¯c
2. GL‡bv chš Ubv‡g‡›Ui †miv `j †PK †L‡jvqvo‡`i Dj-vm
3. †KvqvUvi dvBbv‡j †M‡j GgbwK P¨w¤úqbI n‡Z cv‡i Bsj¨vÛ

তারা এবারও বজায় রাখলো। তাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল অধিনায়ক রাউলের ব্যর্থতা। ৩টি ম্যাচেই তিনি ছিলেন সুপার ফ্লপ। শেষ ম্যাচে ফার্নান্দো টোরেসকে নামানোর জন্য কোচ ইনাকি সায়েজ বাদ দেন ইনফর্ম মরিয়েন্তেসকে। এটা ছিল কোচের মারাত্মক এক ভুল। যে ভুলের খেসারত টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়ে স্পেনকে দিতে হলো। পয়েন্ট, গোল পার্থক্য ও হেড টু হেড রেকর্ড সমান হবার পরও স্পেনের চেয়ে বেশি গোল করার সুবাদে গ্রিস চলে যায় কোয়ার্টারে। প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের হারিয়ে যে চমকের ধারা শুরু করে তারা, দ্বিতীয় ম্যাচে স্পেনের সঙ্গে ড্র করে তা অব্যাহত রাখে । শেষ ম্যাচে রাশিয়ার কাছে হারলেও এবারের টুর্নামেন্টের সবচেয়ে অঘটন সৃষ্টিকারী দল তারাই। তাই স্পেনকে টপকে গ্রিস খেলবে কোয়ার্টার ফাইনালে।

পুল 'বি'-র প্রথম দু'ম্যাচ শেষে শীর্ষে ফ্রেঞ্চদের অবস্থান। অথচ এ সময় ফ্রান্সের বিদায়ও ঘটতে পারতো গত বিশ্বকাপের মতো। প্রথম ম্যাচে ইনজুরি সময়ের দু'গোলে তারা হারায় ইংল্যান্ডকে। দ্বিতীয় ম্যাচেও ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে তাদের ড্র একই সঙ্গে ভাগ্যপ্রসূত ও বিতর্কিত। ম্যাচের শেষ মিনিটে ওপেন নেট মিস্ করে ক্রোয়াটরা। আর ফ্রান্সের ত্রেজেগে সমতাসূচক গোলটি করার পথে হাত দিয়ে বলটি নামিয়েছিলেন। ঘটনাটি রেফারির চোখ এড়িয়ে যাওয়ায় ত্রেজেগে গোলটি করতে পারেন। সম্মান বাঁচে ফ্রান্সের। ত্রেজেগে বলটি পেয়েছিলেন একজন ক্রোয়াট ডিফেন্ডারের ভুল পাস থেকে। ইংল্যান্ডের জেরার্ডের ভুল পাসে অঁরি বল পেলে ফাউল করতে বাধ্য হন কিপার ডেভিড জেমস্। পেনাল্টি পায় ফ্রান্স। সেটা কাজেও লাগান জিদান। অর্থাৎ, দু'ম্যাচে ফ্রান্সের ৪ গোলের মধ্যে দু'টিই প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের কল্যাণে পাওয়া। এতেই বোঝা যায়, ফ্রেঞ্চ অ্যাটাকের দৈন্যতা। এক জিদান ছাড়া অন্য কেউ তাদের নামের প্রতি সুবিচার করে খেলছেন না। ডিফন্সেও বয়সের ভারে ন্যুব্জ। ডেসাইলি, থুরামরা খুব বেশি স্লো হয়ে গেছেন। মিকেল সিলভেস্টার দু'ম্যাচে দুটো পেনাল্টি দিয়েছেন। এই ভঙ্গুর ডিফেন্স এবং নির্বিষ আক্রমণ নিয়ে ফ্রেঞ্চরা এখন আর টুর্নামেন্টের ফেবারিট নয়। তবে শেষ ম্যাচে সুইজারল্যান্ডকে হারাতে তাদের সমস্যা হবার কথা নয়।

ইংল্যান্ড টুর্নামেন্টজুড়েই ভালো খেলেছে। ফ্রান্সের কাছে হেরেছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে। তাদের ডিফেন্স, মিডফিল্ড ও অ্যাটাকের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সের কাছে পরাজয়ের ধাক্কা সামলে দ্বিতীয় ম্যাচে বিধ্বস্ত করেছে সুইজারল্যান্ডকে। এখন দ্বিতীয় রাউন্ডে যেতে হলে শেষ ম্যাচে ক্রোয়েশিয়াকে হারাতেই হবে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয় পেলে ক্রোয়াটরাও পরবর্তী রাউন্ডে যেতে পারবে। সে কারণে ম্যাচটির লড়াই হবে সমানে সমান।

পুল 'সি'তে ইটালির হতাশ করেছে ভক্তদের। প্রথম ম্যাচে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে তারা খেলেছে একেবারেই নবিসের মতো। ম্যাচের পুরো সময় বলার মতো সুন্দর খেলা তারা খেলতে পারেনি। যে ক'বার আক্রমণে গেছে, ডেনিস গোলরক্ষক সরেনসনের জন্য বল জালে জড়াতে পারেনি। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের গায়ে থুতু ছিটানোর জন্য ইটালির সেরা তারকা ফ্রান্সিসকো টট্টিকে ৩ ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে সুইডেনের বিপক্ষে টট্টির বদলে খেলতে নেমে তরুণ কাসানো অসাধারণ খেলেছেন। বুঝতেই দেননি টট্টির অভাব। তবুও সুইডেনের বিপক্ষে ড্র'র চেয়ে ভালো কোনো রেজাল্ট তারা করতে পারেনি। তবে দুটো খেলায় বোঝা গেছে, ইটালির মূল ভরসা সেই ডিফেন্সই। যতোই ভিয়েরি, ডেল পিয়েরোরা থাকুক, ভরসা সেই বুফন, নেস্তা, ক্যানাভারো। শেষ ম্যাচে বুলগেরিয়ার বিপক্ষে ইটালিকে বড় ব্যবধানে জিততে হবে। যদি ইটালি কোয়ার্টার ফাইনালে যাবার আশা করে।

এই গ্রুপের চমক নিঃসন্দেহে সুইডেন। প্রথম ম্যাচে তারা বুলগেরিয়ার জালে বল পাঠায় ৫ বার। ইটালির সঙ্গে দ্বিতীয় ম্যাচও ড্র। শেষ ম্যাচে ডেনমার্কের বিপক্ষে তাই সুইডেন ফেবারিট। তবে দু'দলের জন্যই ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ। পুরো গ্রুপের সমীকরণ নির্ভর করছে এই ম্যাচের ওপর। এর মাধ্যমেই বোঝা যাবে কোন দুটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে।

পুল 'ডি' থেকে চেক রিপাবলিকের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা নিশ্চিত। প্রথম দু'ম্যাচে লাটভিয়া ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তাদের জয়ে চমকে গেছে ফুটবলপ্রেমীরা। কিন্তু চমকাননি তারা, যারা নিয়মিত ফুটবলের খোঁজখবর রাখেন। বাছাই পর্বে একই গ্রুপে থাকার পরও নেদারল্যান্ডস্কে টপকে চেকরাই সরাসরি কোয়ালিফাই করে। পুল 'ডি'তে দুটো ম্যাচেই চেকদের জয় কষ্টার্জিত। যা পরিশ্রমের মাধ্যমেই পাওয়া। তারাই ইউরোর একমাত্র দল, যারা নিজেদের প্রথম দু'ম্যাচে জয়

এ সপ্তাহের খেলাধুলা

চমকহীন বাংলাদেশ দল

এশিয়া কাপের জন্য ঘোষিত বাংলাদেশ দলে তেমন কোনো চমক নেই। নেই নতুন কোনো খেলোয়াড়। স্ট্র্যাটেজিগত কোনো পরিবর্তনও হয়নি। চমক নয়, তবে 'খবর' হবার মতো বিষয় তিনটি- প্রায় বছরখানেক পর জাভেদ ওমর বেলিমের ওয়ানডে স্কোয়াডে ফেরা, হান্নান সরকারের বাদ পড়া এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালায় আবারও ওপেনারের ভূমিকায় মোঃ আশরাফুল। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নির্বাচকরা বরাবরই সমালোচিত। এ ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি ফারুক আহমেদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান নির্বাচক কমিটি। এক বছর আগে জাভেদ ওমরকে স্লো স্ট্রাইক রেটের কারণে বাদ দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল তিনি ওয়ানডেতে অচল। অথচ সেই জাভেদকে আবার ফিরিয়ে আনা হলো।

ক্রিকেটপ্রেমীরা হয়তো ভাবছেন জাভেদ ওমর এখন 'মার মার কাট্ কাট্' ব্যাটিং করেন। আসলে সেটা নয়। জাভেদ, জাভেদই আছেন। কিন্তু আমাদের নির্বাচকদের বোধহয় বিকল্প নেই। তাই ফেরাতে হলো জাভেদকেই। আশরাফুলকে আবার চেষ্টা করা হচ্ছে ওপেনার বানানোর। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশি। ওপেনার হিসেবে এখনো পর্যন্ত আশরাফুলের ব্যর্থতা চোখে লাগার মতো। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বাংলাদেশের সবচেয়ে আন্ডার পারফর্ম করা খেলোয়াড় হান্নান সরকার। বাজেভাবে আউট হয়েছেন। সহজ ক্যাচ ফেলেছেন। তাকে একেবারেই আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল না। হান্নানের বাদ পড়াটাও তাই চমক নয়, খবর। অবশ্য অলক কাপালির বাদ না পড়াটাও একটা খবর। গত কিছুদিনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাকে দলে রেখেছেন নির্বাচকরা। এশিয়া কাপে ব্যর্থ হলে তাকে বেশ কিছুদিনের জন্য নিশ্চিতভাবেই নির্বাসনে যেতে হবে। ১৪ সদস্যের বাংলাদেশ দল ৩০ জুন শ্রীলঙ্কা যাবে। ১ জুলাই থেকে সেখানে শুরু হবে বিশেষ ট্রেনিং ক্যাম্প। ১৬ জুলাই এশিয়া কাপ শুরুর আগে তিনটি প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলবে তারা।

১০ বছরে ৭ কোচ

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কোন দলের কথা বলা হচ্ছে। পাকিস্তান ক্রিকেট দল ছাড়া অন্য কোনো দল এতা ঘন ঘন কোচ বদল করে না। এবার তাদের দায়িত্ব নিয়েছেন বব উলমার।

বর্তমান কোচ জাভেদ মিয়াঁদাদের সঙ্গে পিসিবির চুক্তির মেয়াদ বাকি ছিল আরো ১১ মাস। কিন্তু রীতি অনুযায়ী তিনিও মেয়াদ পূরণ করতে পারলেন না। বব উলমারও পারবেন কি না নিশ্চিত নয়। তবুও তিনি দায়িত্ব নিলেন তার সব অর্জনকে অসম্মানের হুমকিতে ফেলে।

তাকে বলা হয়, আধুনিক ক্রিকেট কোচিংয়ের জনক। নাগরিকত্ব অনুযায়ী ইংলিশ, কিন্তু আলোচনায় এসেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ হয়ে। উলমার-ক্রনিয়ে কম্বিনেশন প্রোটিয়াসদের অপ্রতিরোধ্য দলে

পেয়েছে। চেকদের এবার বহুদূর যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি ফাইনালেও। আর ফাইনালে যেতে পারলে শিরোপা জিততে পারে চেকরাও।

এই গ্রুপের ফেবারিট ধরা হয়েছিলো নেদারল্যান্ডস্‌কে। কিন্তু শেষ রাউন্ডের খেলার আগে কোয়ার্টার ফাইনালে যাবার জন্য তাদের চেক-জার্মানি ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। ঐ ম্যাচে জার্মানি জিতলে তারাই চলে যাবে কোয়ার্টারে। তখন লাটভিয়ার বিপক্ষে ডাচরা ১০ গোলের ব্যবধানে জয় পেলেও লাভ হবে না। বড় টুর্নামেন্টের বড় ম্যাচে সব সময়ই ভালো খেলে জার্মানি। চেকদের বিপক্ষেও তাদের জয়ী হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। চেকরা কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে যাওয়ায় জার্মানদের বিপক্ষে নিশ্চয়ই পূর্ণ শক্তির দল নামাবে না। সে ক্ষেত্রে চেকদের বিপক্ষে জার্মানি জয়ী হলে কপাল পুড়বে ডাচদের। এই গ্রুপের অন্য দল লাটভিয়া দুর্দান্ত লড়াই করে চেকদের বিপক্ষে হারলেও ড্র আদায় করেছে। জার্মানির বিপক্ষে। এই একটি ড্র-র কারণেই হয়তো কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া হবে না জার্মানির।

খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় জিনেদিন জিদানের কথা। তার পায়ের জাদুকরী ছোঁয়া অব্যাহত রয়েছে টুর্নামেন্টেও। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ফ্রান্সের জয় জিদানের একক অবদান। দ্বিতীয় খেলায়ও তিনি দুর্দান্ত খেলেছেন। একই রকম সবার নজর কেড়েছেন ইংল্যান্ডের ওয়েন রুনি। ১৮ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে দু'দুটো গোল করেছেন। এবারের ইউরোর মাধ্যমেই তিনি ঘোষিত হচ্ছে রুনির আগমনী বার্তা।

পর্তুগালের ডেকো টুর্নামেন্টের আরেক আবিষ্কার। প্রথম ম্যাচে তার বদলে রুই কস্তাকে খেলিয়েছেন কোচ। কিন্তু বদলি হিসেবে খেলতে নেমে তিনি পর্তুগালের খেলায় প্রাণসঞ্চার করেন। পরের দুটো ম্যাচে তাই ছিলেন প্রথম একাদশে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও তার ড্রিবলিং দিয়ে সবার প্রশংসা কুড়িয়েছেন। পুলের শেষ ম্যাচে স্পেনের বিপক্ষে তিনি ছিলেন প্রথম একাদশে। ইটালির সেরা তারকা এবার গোলরক্ষক বুফন। প্রতি খেলায়ই তিনি দুর্দান্ত কিছু সেভ করেছেন। দ্বিতীয় ম্যাচে কাসানোও অসাধারণ খেলেছেন। সুইডেনের আব্রামোভিচ এখন পর্যন্ত এবারের ইউরোতে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন গোল করেছেন। ইটালির বিপক্ষে তার ঐ গোলে ড্র করতে সক্ষম হয় সুইডেন। লারসেন, লুংবার্গরাও খেলছেন প্রত্যাশার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ডেনমার্কের জন ডাল টমাস্‌সন, সরেনসন, হেলভেজ এখনো পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে যাবার ব্যাপারে ডেনিশদের আশা বাঁচিয়ে রেখেছেন।

চেক প্রজাতন্ত্র এখনো পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সেরা দল। পাভেদ নেদ্‌ভেদ্‌ খেলছেন তার স্কিলের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে। পুরো মাঝমাঠ একাই দখলে রাখছেন তিনি। রচেস্কি, মিলান বারোসরাও প্রতিপক্ষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছেন। ডাচ দলের নিস্টলরয় ভালো খেলছেন। গোল পেয়েছেন দু'ম্যাচেই। ডাভিডস প্রথম ম্যাচে খারাপ খেললেও দ্বিতীয় ম্যাচে ভালো খেলেছেন। রুবেনও অসাধারণ খেলেছেন দ্বিতীয় ম্যাচে। জার্মানির বালাক প্রথম ম্যাচে ডাচদের বিপক্ষে মাঝমাঠ দখলে রেখেছিলেন। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে সুপার ফ্লপ।

অন্যান্য ফ্লপদের মধ্যে প্রথমেই আসবে ইটালির সুপারস্টার টট্টির কথা। প্রথম ম্যাচে তিনি জঘন্য খেলেছেন। উপরন্তু, ডেনিস এক খেলোয়াড়ের গায়ে থুতু ছিটানোর অভিযোগে সাসপেন্ড হয়েছেন ৩ ম্যাচের জন্য। ইটালিয়ানদের জন্য এটা বড় এক ধাক্কা।

পর্তুগালের রুই কস্তা, ফার্নান্দো কুটোরা সুপার ফ্লপ। প্রথম ম্যাচের পরই তাদের প্রথম একাদশ থেকে বাদ দিতে বাধ্য হন কোচ। স্পেনের রাউল আরেকজন ফ্লপ তারকা। একই অবস্থা ফ্রান্সের অঁরির। অবশ্য অঁরির সুযোগ রয়েছে, সামনের ম্যাচগুলোতে তিনি জ্বলেও উঠতে পারেন।

ফ্লপ কোচের তালিকায় ডাচ কোচ ডিক অ্যাডভোকেট প্রথমেই আসবেন। তিনি কেন যে দু'ম্যাচেই মাত্র একজন স্ট্রাইকার নিয়ে খেলালেন সেটা কারো বোধগম্য নয়। দু'ম্যাচের ১৮০ মিনিটে রয় ম্যাকাই ও প্যাট্রিক ক্লাইভার্টের মতো দু'জন বিশ্বমানের স্ট্রাইকারকে তিনি কাজে লাগাননি। অবিশ্বাস্য! চেকদের বিপক্ষে তার খেলোয়াড় পরিবর্তনও সমালোচনা কুড়িয়েছে।

ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের এখন পর্যন্ত যে অবস্থা, তাতে চেকরাই ফেবারিট। তাদের খেলা মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। শেষ দু'ম্যাচ জেতার পর পর্তুগালকেও ফেবারিটের তালিকায় রাখতে হচ্ছে। নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইটালি এখনো পর্যন্ত প্রত্যাশানুযায়ী খেলতে না পারলেও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারলে তারা ভিন্ন মূর্তিতে আবির্ভূত হবে আশা করা যায়। সে ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে এদের সবারই।

পরিণত করে। তার কোচিংয়ে '৯৯-এর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছে যায় নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ। অতঃপর 'ক্লুজনার ট্র্যাজেডি'। অসিদের কাছে হেরে বিদায় নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। বিদায় নেন বব উলমারও। এরপর তিনি যুক্ত ছিলেন আইসিসির সঙ্গে। বিশ্ব ক্রিকেটের দুর্বল দলগুলোকে নিয়ে কাজ করছিলেন তিনি। এবার কোচিং কেরিয়ারের সবচেয়ে কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট তিনি নিলেন পাকিস্তানের কোচ হয়ে। দেখা যাক কতদিন এ পদে তিনি থাকতে পারেন।

লারাদের আরেকটি কলঙ্ক

কোনো ক্রিকেট ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ের পক্ষে ন্যূনতম অর্থ বাজি ধরার লোকও এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা ক্যারিবীয়দের প্রতিপক্ষ যে-ই হোক না কেন। গত এক দশকের ধারাবাহিক পতনের ধারায় এবার তারা হারলো আয়ারল্যান্ডের কাছে।

১৯৬৯ সালেও এমনটা হয়েছিল। ক্যারিবীয়রা হেরেছিল আইরিশদের কাছে। মাত্র ২৫ রানে অলআউট হলে ৯ উইকেটে ম্যাচ জেতে আয়ারল্যান্ড। ওটা ছিল নিতান্তই এক অঘটন। ওই দুটো দল এরপর যদি আরো ৫০বারও পরস্পরের মুখোমুখি হতো, আয়ারল্যান্ড হয়তো আর একটি ম্যাচও জিততে পারতো না। কিন্তু বর্তমান দলটির ক্ষেত্রে সে কথা বলা যাচ্ছে না। ৫ ম্যাচের সিরিজে দু-একটি জয় তো বটেই, এমনকি সিরিজও জিততে পারে আয়ারল্যান্ড। এতোটাই করুণ লারাদের অবস্থা। হেরে যাওয়া ম্যাচে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৯২ রান করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই প্রায় ৩০০ রানও তারা ডিফেন্ড করতে পারেনি। তাহলে বুঝুন মার্শাল, গার্নার, অ্যামব্রোশ, ওয়ালশদের উত্তরসূরিদের অবস্থা। মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে প্রায় ৩ ওভার হাতে রেখে জয়ী হয় আয়ারল্যান্ড। ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ন্যাটওয়েস্ট সিরিজের প্রস্তুতি ম্যাচে ক্যারিবীয়দের এ অবস্থা। নিজেদের পারফরমেন্সের উন্নতি করতে না পারলে ন্যাটওয়েস্ট সিরিজে তাদের নাকানি-চুবানি খেতে হবে।

মুরালিধরনের বয়কট

শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন না মুরালিধরন। এক রকম বয়কটই করেছেন অস্ট্রেলিয়া সফর। যদিও অফিসিয়ালি 'ব্যক্তিগত' কারণে সফরে না যাবার কথা উল্লেখ করেছেন শ্রীলঙ্কার এই অফ স্পিনার।

গত বেশ কিছুদিন ধরেই ক্রিকেটাঙ্গন উত্তপ্ত মুরালিধরন বিতর্কে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ড তাকে 'চাকার' বলায় সেই বিতর্ক পায় নতুন মাত্রা। তখনই ধারণা করা হয়েছিল ক্যাঙ্গারুর দেশ সফরে যাবেন না তিনি। অতীতে সে দেশের দর্শকের কাছ থেকেও বিরূপ আচরণ পেয়েছেন মুরালি। এসব কারণ বিবেচনায় এনে শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া না যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তার এ সিদ্ধান্তে হতাশ হয়েছেন মুরালির কাউন্টার পার্ট শেন ওয়ার্ন। আর নিরপেক্ষ দর্শকরা হতাশ দু'জন চ্যাম্পিয়ন স্পিনারের লড়াই না দেখতে পারার কারণে।

শাহেদ কামাল